গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

বিষয়: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত **মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে** ৩১-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ : ৩১-০৮-২০২১ খ্রি:
সময় : বেলা ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত করে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সংস্থাসমূহের প্রধান, প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা
১.	মসবৈ-৩৬(১১)/১৯৯৩ তারিখ: ১৫-১১-১৯৯৩ বিষয়ঃ পাকিস্তান হইতে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)-এর জন্য দুইটি কন্টেইনার জাহাজ ক্রয় প্রসঙ্গে। সিদ্ধান্তঃ ৯। (ক) পাকিস্তান হইতে দুইটি কন্টেইনার জাহাজ ক্রয় সংক্রান্ত করাচী শিপ ইয়ার্ডের সহিত বিএসসি-এর সম্পাদিত চুক্তি এক তরফাভাবে বাতিলের পরিবর্তে এই বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের সহিত আলাপ আলোচনান্তে জাহাজ গ্রহণ না করা সংক্রান্ত একটি সমঝোতায় উপনীত হইবার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। জাহাজের পরিবর্তে সমপরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বিকল্প অন্য কোন পাকিস্তানী সামগ্রী ক্রয় করা যাইতে পারে।	সভায় যুগ্মসচিব (বিএসসি) জানান যে, পাকিস্তান হইতে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি) এর জন্য দুইটি কন্টেইনার জাহাজ ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছেনা বিধায় সিদ্ধান্তটি বাতিল করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে ১৬-০৩-২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২২-০৭-২০২০ তারিখে কিছু পর্যবেক্ষণ প্রদানপূর্বক সারসংক্ষেপ ফেরত প্রদান করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২২-০৭-২০২০ তারিখের পত্রের পর্যবেক্ষণ অনুসারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত চাওয়া হলে ইআরডির কোন মতামত নেই বলে জানান, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইনগত দলিল এবং তথ্যাদি প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান ব্যতিরেকে নথি ফেরত প্রদান করে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে এখনো কোন জবাব পাওয়া যায় নি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএসসি জানান যে, চুক্তি অনুযায়ী জাহাজের পরিবর্তে পাকিস্তান সরকারের নিকট হতে নেয়ার মত বিএসসির প্রয়োজনীয় পণ্য না থাকায় সিদ্ধান্তটি বাতিল করা যেতে পারে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক কোন	১. এ বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত সংগ্রহ করে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের বিএসসি অধিশাখা

		সমস্যা হলে সেটি যৌথ অর্থনৈতিক কমিটি (JEC) এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা যেতে পারে। সভাপতি জানান যে, এ বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতামত সংগ্রহ করে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করতে হবে।		
২.	মসবৈ-১৪(০৪)/২০১৫ তারিখ: ০৬ এপ্রিল ২০১৫ বিষয়-২: 'The Ports (Amendment) Act, 2015'- এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ১১। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'The Ports (Amendments) Act, 2015'- এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।	সভায় অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) জানান যে, গত ০৩-০৩-২০২০ তারিখের ১৮.০০.০০০০.০১৯.১৮.০০৩.২১-৬০ নং স্মারকমূলে চট্টগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর এবং পায়রা বন্দর এলাকা ব্যতিত দেশের অন্যান্য এলাকার নৌবন্দরের জন্য যাতে প্রযোজ্য হয় সেভাবে "বন্দর আইন"-কে সংশোধন/পরিমার্জন করতঃ নতুনভাবে "বন্দর আইন" এর প্রস্তাব ৩১/০৩/২০২১ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ-কে অনুরোধ করা হয়। বিআইডব্লিউটিএ হতে গত ০৪/০৭/২০২১ তারিখে "অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর আইন, ২০২১" এর খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া আইনটি মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাইয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি জানান যে, খসড়া আইনটি যাচাই-বাছাইয়ের জন্য অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) কে আহ্বায়ক করে বিআইডব্লিউটিএর প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	২. "অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর আইন, ২০২১" এর খসড়া যাচাই-বাছাইয়ের জন্য অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১)কে আহ্বায়ক করে বিআইডব্লিউটি এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের টিএ অধিশাখা।
৩.	মসবৈ-১০(০৫)/২০১৮ তারিখ: ০৭ মে ২০১৮ বিষয়-২: BIMSTEC সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে Agreement on Coastal Shipping-এর খসড়ার অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ১৫। BIMSTEC সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত Agreement on Costal Shipping-এর খসড়া অনুমোদন করা হইল।	BIMSTEC সদস্যভুক্ত ৭টি দেশের মধ্যে সম্পাদিতব্য 'Coastal Shipping Agreement among BIMSTEC Member States'-এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিমসটেক উইং হতে জানা যায়, ইতোমধ্যে বাংলাদেশসহ বিমসটেকভুক্ত সব দেশ 'Coastal Shipping Agreement among BIMSTEC Member States' এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান করেছে এবং সব দেশের মতামতগুলোকে সমন্বয় করে খসড়াটি হালনাগাদ (updated) করা হয়েছে। অন্যদিকে, এ চুক্তির 'Standard Operating Procedures (SOP)' এর খসড়ার ওপরও সকল সদস্য রাষ্ট্র তাদের মতামত প্রদান করেছে এবং তদনুযায়ী SOP খসড়াটিও হালনাগাদ করা হয়েছে। Agreement এবং SOP এর হালনাগাদ খসড়া দুইটি চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে ভারত কর্তৃক 'Second Working Group Meeting on the BIMSTEC Coastal Shipping Agreement' এর আয়োজন করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, বিদ্যমান কোভিড-১৯ জনিত অতিমারীর কারণে ভারতের নিকট হতে এ বিষয়ে অগ্রগতি পাওয়া যায়নি। ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় ঐকমত্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত হলে আলোচ্য Agreement এবং SOP ৫ম বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলনে	৩. এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।	

		স্বাক্ষরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মর্মে জানা যায়। সভাপতি জানানে যে, বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত বিধায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।		
৪.	মসবৈ-১৪(০৮)/২০১৯ তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০১৯ বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৯ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত: ৯.৩। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিদ্যমান আইনসমূহ যুগোপযোগী করিয়া বাংলায় প্রণয়ন করিবার বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।	সভায় জানানো হয় যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিম্নোক্ত ২টি আইন বর্তমানে বাংলায় প্রনয়নের কার্যক্রম চলামান আছে। ১। <u>"The Protection of Ports (Special Measures) Act, 1948 :</u> "The Protection of Ports (Special Measures) Act No. (XVII of 1948)" এর স্থলে 'বন্দর সংরক্ষণ আইন, ২০১৯' এর খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদান করার জন্য গত ০৭-০১-২০২১ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, যার মতামত অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি মর্মে জানানো হয়। ২। <u>The Ports Act , 1908:</u> গত ০৩-০৩-২০২০ তারিখের ১৮.০০.০০০০.০১৯.১৮.০০৩.২১-৬০ নং স্মারকমূলে চট্টগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর এবং পায়রা বন্দর এলাকা ব্যতিত দেশের অন্যান্য এলাকার নৌবন্দরের জন্য যাতে প্রযোজ্য হয় সেভাবে "বন্দর আইন"-কে সংশোধন/পরিমার্জন করতঃ নতুনভাবে "বন্দর আইন" এর প্রস্তাব ৩১/০৩/২০২১ তারিখের মধ্যে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ-কে অনুরোধ করা হয়। বিআইডব্লিউটিএ হতে গত ০৪/০৭/২০২১ তারিখে "অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর আইন, ২০২১" এর খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়া আইনটি মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাইয়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া The Lighthouse Act, 1927 গত বাংলায় রূপন্তরিত করে বাংলাদেশ বাতিঘর আইনের গেজেট গত ১৭-০২-২০২০ তারিখে গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। সভাপতি জানান যে, মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মোট কতটি আইন রয়েছে তার একটি তালিকা সকল দপ্তর/ সংস্থা হতে সংগ্রহ করতে হবে।	৪. মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মোট কতটি আইন রয়েছে তার একটি তালিকা সকল দপ্তর সংস্থা হতে সংগ্রহ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট অধিশাখা।

৫.	মসবৈ-১৬(০৯)/২০১৯ তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯ বিষয়-১: 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৯'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ১০। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৯'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।	এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (আইন ও অডিট) জানান যে,"বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২১" শিরোনামে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভেটিংকৃত খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ২৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ ও আইনসমূহ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কোনোরূপ সংশোধন/পরিমার্জন/ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা দেখা দিলে ঐগুলি রহিত না করিয়া কেবল প্রয়োজনানুগ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ সমীচীন" মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধন/পরিমার্জনক্রমে প্রণীত "Bangladesh Inland Water Transport Corporation (Amendment) Act, 2021" শিরোনামে খসড়া আইনের উপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণপূর্বক গত ১৬/০৬/২০২১ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন পূর্বক খসড়া আইনটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন পরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত কমিটির নিকট ১৫-০৭-২০২১ তারিখে মতমতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	৫. এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন পরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত কমিটির মতামত পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
৬.	মসবৈ-৩৫(১২)/২০২০ তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ বিষয়-১: মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২০'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ৫। সারসংক্ষেপের সহিত উপস্থাপিত 'মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২০'-এর খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইল।	সভায় জানানো হয় যে, "মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন-২০২১" গত ১৬-০৩-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে উপসচিব (আইন-১) শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত আইনের বিল গত ০৪-০৪-২০২১ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে এবং ২৫-০৫-২০২১ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩০তম বৈঠকে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন-২০২১ এর যাচাই-বাছাই সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়। সর্বশেষ গত ০৯-০৬-২০২১ তারিখে স্থায়ী কমিটির ৩২তম বৈঠকে সংশ্লিষ্ট আইনটির চূড়ান্ত সংশোধন/পরিমার্জন সম্পন্ন হয়।	৬. বিষয়টি জাতীয় সংসদের এখতিয়ারভূক্ত।	
৭.	মসবৈ-০৩(০২)/২০২১ তারিখ: ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০২০ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত: ৫.৩। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে (২০০৯ হইতে অদ্যাবধি) মন্ত্রিসভা কর্তৃক দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর/অনুসমর্থনের পরও	সভায় জানানো হয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে (২০০৯ হইতে অদ্যাবধি) মন্ত্রিসভা কর্তৃক দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর/অনুসমর্থনের পরও কার্যকর না হওয়া ৩২টি আইনের তালিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সংগ্রহ করতে হবে। উক্ত তালিকায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কোন চুক্তি থাকলে সে বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করাতে হবে।	৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে (২০০৯ হইতে অদ্যাবধি) মন্ত্রিসভা কর্তৃক দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর/অনুসমর্থনের পরও	মন্ত্রণালয়ের আইও শাখা

	কার্যকর হয় নাই এইরূপ ৩২টি চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের মাধ্যমে বর্তমান প্রেক্ষাপটে উক্ত চুক্তিসমূহের আবশ্যকতা /সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা/ অনাবশ্যকতা নিরূপণ করিবে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষর/অনুসমর্থন-সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।		কার্যকর না হওয়া ৩২টি আইনের তালিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সংগ্রহ করতে হবে।	
৮.	মসবৈ-০৬(০৪)/২০২১ তারিখ: ০৫ এপ্রিল ২০২১ বিষয়-১: 'চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ৭। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সহিত উপস্থাপিত 'চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১'- এর খসড়া লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইল।	সভায় সিনিয়র সহকারী সচিব (চবক) জানান যে, "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন-২০২১" এর খসড়াটি প্রস্তাবিত ৩(২) উপ-ধারার স্থলে মূল অধ্যাদেশের ৩(২) উপ-ধারা প্রতিস্থাপন এবং তা ভেটিং সাপেক্ষে গত ০৫-০৪-২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ১২-০৭-২০২১ তারিখে খসড়া আইনের সংশ্লিষ্ট উপ-ধারাটি লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ গত ১৮-০৭-২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট উপ-ধারাটি পুনঃভেটিং করে পরবর্তি কার্যক্রমের জন্য এ মন্ত্রনারয়ে প্রেরণ করে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১ অর্থ বিলে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে সারসংক্ষেপের একটি খসড়া অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে তথ্যাদি চাওয়া হলে তা প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়।	৮.মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া গেলে আইনটি দ্রুত মহান জাতীয় সংসদে প্রেরণ করতে হবে।	
৯.	মসবৈ-১৩(০৭)/২০২১, তারিখ: ২৬ জুলাই ২০২১ বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নেরবিষয়ে ২০২১ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত: ৭.২। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে (২০০৯ হইতে ২০১৮ পর্যন্ত) ৬৭টি সিদ্ধান্ত অদ্যাবধি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি; যাহা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক স্বল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ২টি সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত আছে, যা নিম্নরূপ: ১। 'The Ports (Amendment) Act, 2015'- এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন; ২। BIMSTEC সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে Agreement on Coastal Shipping-এর খসড়ার অনুমোদন; এ দুটি সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা হয়েছে। সে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	৯. এ দুটি সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের টিএ/আইও অধিশাখা এবং বিআইডব্লিউটিএ

	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।			
১০.	মসবৈ-১৩(০৭)/২০২১, তারিখ: ২৬ জুলাই ২০২১ বিষয়-১:মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০২১ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত: ৭.৩। '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩' (২০১৩ সালের ৬ নম্বর আইন) এবং '১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩' (২০১৩ সালের ৭ নম্বর আইন)-এর তপশিলভুক্ত মোট ১৬৬টি অধ্যাদেশের মধ্যে ১১১টি নিষ্পত্তি হইয়াছে, অবশিষ্ট ৫৫টি অধ্যাদেশ ২২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে অদ্যাবধি অনিষ্পন্ন রহিয়াছে; যাহা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক আগামী ডিসেম্বর/২০২১ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন।	সভায় জানানো হয় যে, বর্ণিত সিদ্ধান্তে উল্লেখিত সময়কালে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ৪টি অধ্যাদেশের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে যা নিম্নরূপঃ ১। <u>The Inland Shipping Ordinance, 1976</u>: The Inland Shipping Ordinance, 1976 কে বাংলা ভাষা রূপান্তর করে 'অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন আইন, ২০২১' (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত খসড়া আইনের উপর অংশীজনদের সমন্বয়ে সভা এবং আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খসড়া আইনটি ভাষার যথাযথ প্রমিতকরণের জন্য গত ২৪-০৩-২০২১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো)তে প্রেরণ করা হয়েছে। বাবাকো হতে প্রমিতকরণ করে এ মন্ত্রণালয়ে গত ৩০ মে ২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ৩০ জুন ২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতমত প্রদান সংক্রান্ত" কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। ২। <u>The Merchant Shipping Ordinance, 1983</u> : The Merchant Shipping Ordinance, 1983 কে বাংলা ভাষা রূপান্তর করে 'বাংলাদেশ বাণিজ্যিক নৌপরিবহন আইন, ২০২১' (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত খসড়া আইনের উপর অংশীজনদের সমন্বয়ে সভা এবং আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। খসড়া আইনটি ভাষার যথাযথ প্রমিতকরণের জন্য গত ০৭-০৪-২০২১ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো)তে প্রেরণ করা হয়েছে। বাবাকো হতে প্রমিতকরণ করে গত ০৬ জুন ২০২১ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতমত প্রদান সংক্রান্ত" কমিটির নিকট প্রেরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়। ৩। <u>The Chittagong Port Authority Ordinance-1976 :</u> "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন-২০২১" এর খসড়াটি প্রস্তাবিত ৩(২) ধারার স্থলে মূল অধ্যাদেশের ৩(২) উপ-ধারা প্রতিস্থাপন এবং তা ভেটিং সাপেক্ষে গত ০৫-০৪-২০২১ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ১২-০৭-২০২১ তারিখে খসড়া আইনের সংশ্লিষ্ট উপ-ধারাটি লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ গত ১৮-০৭-২০২১ তারিখে সংশ্লিষ্ট উপ-ধারাটি	১০. উক্ত ৪টি আইনের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখা দ্রুত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	মন্ত্রণালয়ের চবক/মোবক/আইন অধিশাখা/ জাহাজ শাখা এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর।

		পুনঃভেটিং করে পরবর্তি কার্যক্রমের জন্য এ মন্ত্রনারয়ে প্রেরণ করে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২১ অর্থ বিলে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে সারসংক্ষেপের একটি খসড়া অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে তথ্যাদি চাওয়া হলে তা প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। ৪। <u>Mongla Port Auhority Ordinance, 1976:</u> "মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন-২০২১" গত ১৬-০৩-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে উপসচিব (আইন-১) শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত আইনের বিল গত ০৪-০৪-২০২১ তারিখে জাতীয় সংসদেভর উস্থাপন করা হয়েছে এবং ২৫-০৫-২০২১ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায় কমিটির ৩০তম বৈঠকে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন-২০২১ এর যাচাই-বাছাই সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়। সর্বশেষ গত ০৯-০৬-২০২১ তারিখে স্থায়ী কমিটির ৩২ তম বৈঠকে সংশ্লিষ্ট আইনটির চূড়ান্ত সংশোধন/পরিমার্জন সম্পন্ন হয়। এছাড়া, The Bangladesh Flag Vessels (Protection) Ordinance, 1982 বাংলায় রূপান্তর করে বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ আইনটি গত ১৮-১১-২০১৯ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।		

০২. সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ০৭/০৯/২০২১ খ্রিঃ।
(মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০৩৬.১৬.০০২.২০- ১৪৩

তারিখ ২৪ ভাদ্র ১৪২৮ ব:
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি:

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, চবক/মোবক/বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি।
২। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
৪। যুগ্মসচিব, (সকল) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৫। উপসচিব, টিএ/টিসি ও বিএসি/মোবক/আইন ও অডিট/ আইও অধিশাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৭। সিনিয়র সহকারী সচিব, চবক/জাহাজ শাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
৯। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বন্দর/উন্নয়ন/সংস্থা-১/সংস্থা-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

৮/৯/২১
(মো: আলাউদ্দিন)
সহকারী সচিব
ফোনঃ৯৫৪৫৭১৬